গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ
বিশ্বস্বাস্থ্য-২ শাখা
www.hsd.gov.bd

স্মারক নং-৪৫.০০.০০০০.১৬৯.২২.০৩৭.২৪-৬৮

তারিখ: ২১ ফাল্গুন ১৪৩১ / ০৬ মার্চ ২০২৫

বিষয়: তামাক নিয়ন্ত্রণের স্বার্থে বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা'র FCTC -এর অনুচ্ছেদ ৫.৩ বাস্তবায়নে নির্দেশিকা

উপর্যুক্ত বিষয়ে তামাক নিয়ন্ত্রণের স্বার্থে বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা'র FCTC -এর অনুচ্ছেদ ৫.৩ বাস্তবায়নে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় এবং এর অধীন অধিদপ্তর, দপ্তর ও সংস্থাসমূহের কর্মচারীদের অনুসরণের নির্দেশিকা তাঁর অফিস/আওতাধীন প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইটে প্রকাশ এবং প্রচারের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো। উল্লেখ্য, নির্দেশিকাটি মাননীয় উপদেষ্টা, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।

সংযুক্তি: অনুমোদিত নির্দেশিকা

০৬/০৩/২৫
(মো. মহিউদ্দিন আল হেলাল)
সিনিয়র সহকারী সচিব
ফোনঃ ৫৫১০০২৫৫
wh2@hsd.gov.bd

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১. সচিব, স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ;
২. মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা;
৩. মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা;
৪. মহাপরিচালক, নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা;
৫. মহাপরিচালক, পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর, কারওয়ান বাজার, ঢাকা;
৬. মহাপরিচালক, নিপোর্ট, আজিমপুর, ঢাকা;
৭. মহাপরিচালক, ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা;
৮. প্রধান প্রকৌশলী, স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, মতিঝিল, ঢাকা;
৯. মহাপরিচালক, জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ সেল, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ;
১০. চীফ টেকনিক্যাল ম্যানেজার, নিমিউ এন্ড টিসি, মহাখালী, ঢাকা;
১১. ওয়ার্কশপ ম্যানেজার, টেমো, মহাখালী, ঢাকা;
১২. সিস্টেম এনালিস্ট, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ (তামাক নিয়ন্ত্রণ নির্দেশিকা মন্ত্রণালয় এবং দুই বিভাগের ওয়েব সাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।

অনুলিপি সদয় অবগতির জন্য:

১. উপদেষ্টার একান্ত সচিব, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
২. বিশেষ সহকারীর একান্ত সচিব, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
৩. সচিবের একান্ত সচিব, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ।

**গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার**
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা

**তামাক নিয়ন্ত্রণের স্বার্থে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার FCTC অনুচ্ছেদ ৫.৩ অনুসারে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় এবং উহার অধীন অধিদপ্তর, দপ্তর ও সংস্থার কর্মচারীদের জন্য অনুসরণীয় নির্দেশিকা, ২০২৫**

যেহেতু তামাক ব্যবহারের ফলে অসংক্রামক রোগ যেমন, হৃদরোগ, ক্যান্সার, দীর্ঘস্থায়ী শ্বাসযন্ত্রের রোগ, ডায়াবেটিস, যক্ষ্মা এবং স্নায়বিক সমস্যায় আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি অনেক বাড়িয়া যায় এবং তামাকের ব্যবহার প্রতিরোধযোগ্য মৃত্যুর প্রধান কারণ ও তামাক ব্যবহারকারীদের অর্ধেকই অকালে মৃত্যুবরণ করেন[১]। বিশ্বে প্রতিবছর সরাসরি ধূমপায়ী ৭৪ লাখ এবং পরোক্ষ ধূমপানের কারণে প্রায় ১৩ লাখ অধূমপায়ী মৃত্যুবরণ করে[২], তন্মধ্যে বাংলাদেশে তামাক ব্যবহারজনিত মৃত্যু সংখ্যা ১ লক্ষ ৬১ হাজার[৩]; এবং

যেহেতু ২০০৩ সালে অনুষ্ঠিত বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার ৫৬তম সম্মেলনে ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্যের ব্যবহার নিরুৎসাহিত করিবার জন্য Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) কনভেনশনে বাংলাদেশ ১৬ জুন, ২০০৩ ইং তারিখে স্বাক্ষর এবং ১০ মে, ২০০৪ ইং তারিখে অনুসমর্থন করিয়াছে; এবং

যেহেতু তামাক ব্যবহারজনিত প্রতিরোধযোগ্য মৃত্যু এড়ানোর লক্ষ্যে অবশ্য করণীয় এবং তামাক নিয়ন্ত্রণের জন্য চাহিদা ও যোগান হ্রাসের কৌশল সম্পর্কে FCTC এ সুনির্ধারিতভাবে আলোকপাত করা হইয়াছে এবং বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার FCTC বাস্তবায়নের পরিকল্পিত পদক্ষেপ নেওয়ার বাধ্যবাধকতা রহিয়াছে; এবং

যেহেতু বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার FCTC এর প্রস্তাবনায় সদস্য দেশসমূহকে তামাক নিয়ন্ত্রণ উদ্যোগকে বাধাগ্রস্ত বা ক্ষুণ্ন করিতে পারে তামাক কোম্পানির এইরূপ যে কোনো অপচেষ্টা সম্পর্কে সতর্ক থাকিতে হইবে এবং তামাক কোম্পানির যে সমস্ত কার্যক্রম তামাক নিয়ন্ত্রণ উদ্যোগের ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে সেই বিষয়ে সচেতন থাকিতে হইবে মর্মে বলা হইয়াছে; এবং

যেহেতু উক্ত কনভেনশনে সদস্য দেশসমূহকে বহুমাত্রিক জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ কৌশল, পরিকল্পনা এবং কার্যক্রম প্রণয়ন, বাস্তবায়ন, নিয়মিত হালনাগাদ এবং পর্যালোচনা করিবার জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হইয়াছে; এবং

যেহেতু উক্ত কনভেনশনে তামাক নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কিত জনস্বাস্থ্য নীতি নির্ধারণ ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বিদ্যমান সংশ্লিষ্ট অন্যান্য আইনের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া সদস্য দেশসমূহকে তামাক কোম্পানির বাণিজ্যিক ও অন্যান্য স্বার্থ হইতে সংশ্লিষ্ট নীতিসমূহকে সুরক্ষিত রাখিবার ব্যবস্থা গ্রহণেরও নির্দেশনা দেওয়া হইয়াছে; এবং

যেহেতু ২০০৮ সালে অনুষ্ঠিত বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার FCTC এর কনফারেন্স অব পার্টিস (কপ) এর ৩য় অধিবেশনে গৃহীত/অনুমোদিত FCTC অনুচ্ছেদ ৫.৩ বাস্তবায়ন সংক্রান্ত গাইডলাইনে সদস্য দেশসমূহের জন্য তামাক কোম্পানির সহিত সকল প্রকার যোগাযোগ সীমিত করিবার ব্যবস্থা গ্রহণ এবং যোগাযোগের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা নিশ্চিত করিবার বাধ্যবাধকতা আরোপ করা হইয়াছে; এবং

যেহেতু ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০০৫ (২০০৫ সনের ১১ নং আইন) প্রয়োগ করা, তামাক ও তামাকজাত দ্রব্যের ব্যবহার হ্রাস করা, তামাকের বিরুদ্ধে সচেতনতা বাড়ানো, পরোক্ষ ধূমপানের ক্ষতিকর প্রভাব হইতে এবং সর্বোপরি এদেশের জনগণকে তামাকের অভিশাপ হইতে রক্ষা করা সমীচীন; এবং

যেহেতু বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার FCTC এর অনুচ্ছেদ ৫.৩ অনুযায়ী স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় এবং উহার অধীন অধিদপ্তর, দপ্তর ও সংস্থার কর্মচারীগণের জন্য তামাক কোম্পানীর সাথে যোগাযোগ স্থাপন সংক্রান্ত আচরণ নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে অনুসরণীয় নির্দেশিকা প্রণয়ন করা আবশ্যক;

---

[১] https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/tobacco
[২] WHO Report on the Global Tobacco Epidemic, 2023
[৩] WHO Bangladesh Tobacco Factsheet, 2018

সেহেতু এতদ্দারা নিম্নরূপ নির্দেশিকা প্রণয়ন করা হইলো:-

১। **শিরোনাম, প্রয়োগ ও প্রবর্তন**।- (১) এই নির্দেশিকা "তামাক নিয়ন্ত্রণের স্বার্থে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার FCTC অনুচ্ছেদ ৫.৩ অনুসারে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় এবং উহার অধীন অধিদপ্তর, দপ্তর ও সংস্থার কর্মচারীদের জন্য অনুসরণীয় নির্দেশিকা, ২০২৫" নামে অভিহিত হইবে।

(২) এই নির্দেশিকা স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় এবং উহার অধীন অধিদপ্তর, দপ্তর ও সংস্থার কর্মচারী এবং তাহাদের উপর অর্পিত কার্যাবলীর সহিত প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সম্পর্কিত সকল ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে।

(৩) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। **সংজ্ঞা**।- (১) বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থি কোনো কিছু না থাকিলে এই নির্দেশিকায়-

(ক) **"আইন"** অর্থ "ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০০৫" (২০০৫ সনের ১১ নং আইন) বুঝাইবে;

(খ) **"তামাক"** অর্থ আইনের ধারা ২ এর দফা (খ) এ সংজ্ঞায়িত তামাক;

(গ) **"তামাক কোম্পানি"** অর্থ তামাক প্রস্তুতকারক, পাইকারি পরিবেশক এবং তামাকজাত দ্রব্যের আমদানিকারকগণকে বুঝাইবে;

(ঘ) **"তামাকজাত দ্রব্য"** অর্থ আইনের ধারা ২ এর দফা (গ) এ সংজ্ঞায়িত তামাকজাত দ্রব্য;

(ঙ) **"ব্যক্তি"** অর্থ আইনের ধারা ২ এর দফা (ঝ) এ সংজ্ঞায়িত ব্যক্তি;

(চ) **"কর্মচারী"** অর্থ সরকারি চাকরি আইন, ২০১৮ (২০১৮ সনের ৫৭ নং আইন) এর ধারা ২ এর দফা(১৬) এ সংজ্ঞায়িত স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় এবং উহার অধীন অধিদপ্তর, দপ্তর ও সংস্থার কর্মচারী, যাহাদের ক্ষেত্রে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ২০১৮ প্রযোজ্য;

(ছ) **"কর্তৃপক্ষ"** অর্থ সরকারি চাকরি আইন, ২০১৮ (২০১৮ সনের ৫৭ নং আইন) এর ধারা ২ এর দফা (৩) এবং সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ২ এর দফা (গ) এ সংজ্ঞায়িত কর্তৃপক্ষ।

(২) এই নির্দেশিকায় ব্যবহৃত যে সকল শব্দ বা অভিব্যক্তির সংজ্ঞা প্রদান করা হয় নাই সেই সকল শব্দ বা অভিব্যক্তি আইন বা এতদ্সংক্রান্ত বিধিমালায় যে অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে সেই অর্থে প্রযোজ্য হইবে।

৩। **নির্দেশিকার লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, ইত্যাদি**।- এই নির্দেশিকার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হইবে নিম্নরূপ, যথা:-

(ক) তামাক কোম্পানির বাণিজ্যিক এবং অন্যান্য স্বার্থ হইতে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের তামাক নিয়ন্ত্রণ এবং জনস্বাস্থ্য সম্পর্কিত নীতি এবং কার্যক্রমসমূহকে সুরক্ষিত করা ও আইনের কার্যকরী বাস্তবায়ন;

(খ) তামাক কোম্পানির সহিত যোগাযোগের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা;

(গ) অনুস্বাক্ষরকারী দেশ হিসেবে FCTC এর বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা ও অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ করা।

৪। **নির্দেশিকা বাস্তবায়ন**।- স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ এই নির্দেশিকা বাস্তবায়ন করিবে।

৫। **তামাক কোম্পানির সহিত যোগাযোগ**।- (১) কেবল তামাক কোম্পানি ও তামাক কোম্পানির কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণ অথবা তামাকজাত দ্রব্যের ব্যবহার কার্যকরভাবে নিয়ন্ত্রণ ও তত্ত্বাবধানের স্বার্থে অত্যাবশ্যকীয় হইলে এই নির্দেশিকার ১(২) অনুচ্ছেদ অনুসারে ইহা যাহাদের জন্য প্রযোজ্য তাহারা কর্তৃপক্ষের অনুমতিক্রমে তামাক কোম্পানির সহিত যোগাযোগ করিতে পারিবেন।

(২) তামাক কোম্পানির সহিত প্রয়োজনীয় যোগাযোগ এইরূপে করিতে হইবে যেন ইহার ফলে কোনো সম্ভাব্য অংশীদারিত্ব বা সহযোগিতা প্রদানের ধারণা উদ্ভূত না হয়।

(৩) তামাক কোম্পানির সহিত যোগাযোগের ক্ষেত্রে সংযোজনী 'ক'-তে উল্লিখিত নির্দেশনাসমূহ অনুসরণ করিতে হইবে।

৬। **অংশীদারিত্বমূলক নিষেধাজ্ঞা**।-স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় এবং উহার অধীন অধিদপ্তর, দপ্তর, সংস্থার কর্মচারী এবং তাহাদের সহিত প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সম্পর্কিত সকলে নিম্নবর্ণিত কার্যক্রম সরাসরি বা পরোক্ষভাবে গ্রহণ, সমর্থন বা অনুমোদন করিবেন না, যথা:-

(ক) তামাক কোম্পানি বা তামাক কোম্পানির স্বার্থসংশ্লিষ্ট যে কোনো ব্যক্তির সহিত সম্ভাব্য বা বাস্তব অংশীদারিত্ব এবং অগ্রহণযোগ্য বা প্রয়োগযোগ্য নয় এইরূপ চুক্তি বা যে কোনো স্বেচ্ছামূলক ব্যবস্থা;

(খ) তামাক কোম্পানির দ্বারা যুব, জনসাধারণের জন্য আয়োজিত, সমর্থিত সচেতনতামূলক প্রচারণায় অংশগ্রহণ করা বা যে কোনো উদ্যোগ যাহা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে তামাক কোম্পানি বা তাহাদের লোগো বা ব্র্যান্ড নাম বা ট্রেডমার্কের সহিত সম্পর্কিত;

(গ) তামাক কোম্পানি অথবা তামাক কোম্পানির সহযোগিতায় অথবা তাহাদের ফ্রন্ট গ্রুপ হিসাবে কাজ করে এইরূপ কোনো সংস্থার দ্বারা প্রস্তুতকৃত কোনো অবস্থান পত্র বা নীতি উপকরণ; এবং

(ঘ) তামাক কোম্পানি এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি স্বার্থ রক্ষা বা উৎসাহিত করে এইরূপ অন্য যে কোনো কার্যক্রম, উদ্যোগ বা পদক্ষেপ।

৭। **অংশীদারিত্ব চুক্তি বাতিল**।- (১) এই নির্দেশিকা-র অধীন কোনো কর্মচারীর তামাক কোম্পানির সহিত কোনো অংশীদারিত্ব চুক্তি বা সহযোগিতা থাকিলে উহা এই নির্দেশিকা জারির তারিখ হইতে ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে বাতিল হইবে।

(২) ভবিষ্যতে এই নির্দেশিকার পরিপন্থি কোনো চুক্তি সম্পাদন করা যাইবে না।

(৩) এই নির্দেশিকা-র অধীন কোনো কর্মচারী তামাক কোম্পানির কোনো লাভজনক বা অলাভজনক পদ গ্রহণ করিতে পারিবেন না।

৮। **তামাক কোম্পানির স্বার্থের সংঘাত**।- (১) এই নির্দেশিকা-র অধীন সকলে (যাহাদের জন্য প্রযোজ্য) নিশ্চিত করিবেন যে, তামাক কোম্পানিতে নিয়োজিত কোনো ব্যক্তি বা ইহার স্বার্থসংশ্লিষ্ট কোনো ব্যক্তি বা সত্তা তামাক নিয়ন্ত্রণ বা জনস্বাস্থ্য নীতি নির্ধারণ বা বাস্তবায়নকারী স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়াধীন কোনো সরকারি সংস্থা, কমিটি বা উপদেষ্টা গোষ্ঠীর সদস্য হইতে পারিবেন না।

(২) স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীন কোনো প্রতিষ্ঠানই তামাক নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কিত জনস্বাস্থ্য নীতি নির্ধারণ এবং বাস্তবায়নের জন্য কোনো কাজ করিবার ক্ষেত্রে তামাক নিয়ন্ত্রণ নীতির সহিত স্বার্থের সংঘাত রহিয়াছে এইরূপ প্রার্থী বা দরদাতাদের সহিত চুক্তি সম্পাদন করিবে না।

(৩) এই নির্দেশিকা-র অধীন কোনো কর্মচারী এবং ইহার অধীন থাকা সকল স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান ও দপ্তরে এবং তাহাদের পক্ষ হইতে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট কেহ তামাক কোম্পানির নিকট হইতে কোনোরূপ অর্থ, উপহার, পরিষেবা, আর্থিক বা অন্য কোনো প্রকার সুবিধা ও সহযোগিতা গ্রহণ করিবেন না।

৯। **অগ্রাধিকারমূলক সেবা প্রদান না করা**।- এই নির্দেশিকা-র অধীন কোনো কর্মচারী আইন বহির্ভূত উপায়ে তামাক কোম্পানি বা তামাক কোম্পানির প্রতিনিধিকে কোনো প্রণোদনা, বিশেষ সুবিধা বা অগ্রাধিকার প্রদান করিবেন না।

১০। **'সামাজিক দায়বদ্ধতা কর্মসূচি'তে অংশগ্রহণে নিষেধাজ্ঞা**।- এই নির্দেশিকা-র অধীন কর্মচারীগণ তামাক কোম্পানি কর্তৃক গৃহীত সামাজিক দায়বদ্ধতামূলক যে কোনো ধরণের কার্যক্রম এর সমর্থন ও অংশগ্রহণ, যেমন: উদ্বোধন, ফটোসেশন, বৃত্তি, পুরস্কার, যৌথ বিবৃতি প্রদান ইত্যাদি হইতে বিরত থাকিবেন।

১১। **নির্দেশিকা-র ব্যত্যয়, ইত্যাদি।-** (১) এই নির্দেশিকা-র কোনোরূপ ব্যত্যয় বা লঙ্ঘন পরিলক্ষিত হইলে কর্তৃপক্ষ তাহা সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ২০১৮ অথবা এ সকল ক্ষেত্রে যে চাকুরি ও আচরণ বিধিমালা প্রযোজ্য, উহার অধীন ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবেন।

(২) এই নির্দেশিকা-র কোনো ব্যত্যয় বা লঙ্ঘন পরিলক্ষিত হইলে উহা যে কোনো ব্যক্তি কর্তৃক লিখিতভাবে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ সেল এর মহাপরিচালককে অবহিত করিতে হইবে।

(৩) অনুচ্ছেদ ১০(২) অনুযায়ী এইরূপ অভিযোগ প্রাপ্তির ১০ (দশ) কার্যদিবসের মধ্যে মহাপরিচালক প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করিবেন।

১২। **সরকারের নিকট প্রতিবেদন পেশ।-** (১) স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীন অধিদপ্তর, দপ্তর ও সংস্থাসমূহের দপ্তরপ্রধানগণ এই নির্দেশিকা-র প্রতিপালন বিষয়ে প্রতি ৩ (তিন) মাস অন্তর জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ সেলে প্রতিবেদন প্রেরণ করিবেন।

(২) জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ সেল এর মহাপরিচালক এই নির্দেশিকা-র প্রতিপালন বিষয়ে প্রতি ৩ (তিন) মাস অন্তর সরকারের নিকট প্রতিবেদন পেশ করিবেন।

১৩। **অসুবিধা দূরীকরণ।-** এই নির্দেশিকা কার্যকর করিবার ক্ষেত্রে কোনো অস্পষ্টতার কারণে অসুবিধা পরিলক্ষিত হইলে সরকার উহা দূরীকরণার্থে আদেশ দ্বারা প্রয়োজনীয় যে কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে।

১৪। **ইংরেজি ভাষায় অনুদিত পাঠ প্রকাশ।-** (১) এই নির্দেশিকা প্রবর্তনের পর সরকার এই নির্দেশিকার ইংরেজিতে অনূদিত একটি নির্ভরযোগ্য পাঠ (Authentic English Text) প্রকাশ করিবে।

(২) বাংলা ও ইংরেজি পাঠের মধ্যে বিরোধের ক্ষেত্রে বাংলা পাঠ প্রাধান্য পাইবে।

২৬/০৩/২৫

(মোঃ সাইদুর রহমান)
সচিব
স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

**সংযোজনী 'ক'**

**তামাক কোম্পানির সহিত যোগাযোগ/সাক্ষাৎ/বৈঠক করিবার ক্ষেত্রে অনুসরণীয় নির্দেশিকাসমূহ:**

ক. তামাক কোম্পানির সহিত যে কোনো যোগাযোগ সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট সকল কর্মচারীগণকে অবহিত বা জ্ঞাত থাকিতে হইবে। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় এবং উহার অধীন অধিদপ্তর, দপ্তর ও সংস্থাসমূহের কর্মচারী এবং তাহাদের পক্ষে কাজ করিয়া থাকে এইরূপ যে কাহারো ক্ষেত্রে যুগ্মসচিব পদমর্যাদা সম্পন্ন বা তদূর্ধ্ব উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ দ্বারা অনুমোদিত হইতে হইবে।

খ. প্রস্তাবিত যোগাযোগ/সাক্ষাৎ/বৈঠকের এজেন্ডা লিখিতভাবে এবং কমপক্ষে ১ (এক) সপ্তাহ পূর্বে নির্ধারিত হইতে হইবে। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়সহ সংযুক্ত সকল অধিদপ্তর, দপ্তর ও সংস্থাসমূহের কর্মচারী এবং তাহাদের পক্ষে কাজ করে এইরূপ যে কারো ক্ষেত্রে যুগ্মসচিব পদমর্যাদা সম্পন্ন বা তদূর্ধ্ব উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ হইতে অনুমোদন গ্রহণ করিতে হইবে। কর্মচারীদের যোগাযোগ/সাক্ষাৎ/বৈঠকের এজেন্ডা এবং কাঠামো সঠিকভাবে অনুসরণ করিতে হইবে। এইরূপ যোগাযোগ/সাক্ষাৎ/বৈঠকের পূর্বে তারিখ ও অনুমোদিত এজেন্ডা ওয়েবসাইটে প্রকাশ করিতে হইবে।

গ. এইরূপ যোগাযোগ/সাক্ষাৎ/বৈঠকের পূর্বে ইহা স্পষ্ট করা আবশ্যক যে, এইরূপ বৈঠক অংশীদারিত্ব, সংলাপ বা সহযোগিতা নির্দেশ করে না এবং তামাক কোম্পানিকে নিশ্চিত করিতে হইবে যে তাহারা এধরনের যোগাযোগ/সাক্ষাৎ/বৈঠক বা এর আলোচনা ও সিদ্ধান্তসমূহ ভুলভাবে উপস্থাপন বা ইহার অপব্যবহার করিবে না।

ঘ. যোগাযোগ/সাক্ষাৎ/বৈঠকে অংশগ্রহণকারী কোন কোন ব্যক্তি হইবেন তাহা পূর্বনির্ধারিত হইতে হইবে এবং তাহাদের নাম ও পদবিসহ সমস্ত বিবরণ সম্পূর্ণরূপে ওয়েবসাইট ও অন্যান্য মাধ্যমে প্রকাশ করিতে হইবে এবং বৈঠকের রেকর্ডসে এইসকল তথ্য থাকিতে হইবে।

ঙ. স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়সহ সংযুক্ত সকল অধিদপ্তর, দপ্তর ও সংস্থাসমূহের পক্ষে অংশগ্রহণকারীগণ বৈঠক সংক্ষিপ্ত রাখিবেন এবং যে কোনো সময় বৈঠক সমাপ্ত করিবার অধিকার সংরক্ষণ করিবেন।

চ. যোগাযোগ/সাক্ষাৎ/বৈঠক সম্পূর্ণরূপে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় এবং ইহার অধীন অধিদপ্তর, দপ্তর ও সংস্থাসমূহের অফিসে অনুষ্ঠিত হইবে। অফিস অঙ্গনের বাহিরে কোনো যোগাযোগ/সাক্ষাৎ/বৈঠক সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ।

ছ. এইরূপ যোগাযোগ/সাক্ষাৎ/বৈঠকে অংশগ্রহণকারী কর্মচারীগণ জনস্বাস্থ্যের গুরুত্বকে অগ্রাধিকার প্রদান করিবেন এবং জনগণের কল্যাণকে প্রাধিকার হিসাবে বিবেচনা করিবেন।

জ. তামাক কোম্পানির সহিত সকল প্রকার যোগাযোগ/সাক্ষাৎ/বৈঠক নথিভুক্ত করিতে হইবে এবং সংশ্লিষ্ট কর্মচারী কর্তৃক কর্তৃপক্ষের নিকট এইরূপ বৈঠকের একটি মিটিং রেকর্ডস দাখিল ও সংরক্ষণ করিতে হইবে।